শ্রীহরি চুপ করিয়াই পোড়া ঘরগুলার দিকেই চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের তলার মাটি যেন সরিয়া যাইতেছে।

রাখালটার বাপ আবার বলিল,—ছোটনোকদের কাণ্ড, শুকনো পাতাতে আগুন ধরে গেইছে আর কি! আর তা ছাড়া মশাই, বিধেতাই আমাদের কপালে আগুন লাগিয়ে রেখেছে।

শুষ্ক কণ্ঠে শ্রীহরি বলিল, এক কাজ কর। যা খড় লাগে আমার বাড়ী থেকে নিয়ে আয়। বাঁশ কাঠ যা লাগে নিবি আমার কাছে; ঘর তুলে ফেল।—তারপর রাখালটার দিকে চাহিয়া বলিল—বাড়ীতে গিয়ে চাল নিয়ে আয় দশসের। কাল বরং ধান নিবি, বুঝলি!

রাখালটার বাপ এবার শ্রীহরির পায়ে একরকম গড়াইয়া পড়িল।

ইহারই মধ্যে আরও জন দুয়েক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; একজন হাত জোড় করিয়া বলিল—আমাদিগে যদি কিছু করে ধান দিতেন ঘোষ মশায়।

—ধান?

—আজ্ঞে, তা না হলে তো উপোস করে মরতে হবে মশায়।

—আচ্ছা, পাঁচসের ক'রে চাল আজ ঘর-পিছু আমি দেব। সে আর শোধ দিতে হবে না। আর ধানও অল্প অল্প দোব কাল! কাল বার আছে ধানের! আর—

—আজ্ঞে—

—দশগণ্ডা করে খড়ও আমি দোব প্রত্যেককে। বলে দিস পাড়াতে।

—জয় হবে মশায়, আপনার জয় জয়কার হবে। ধনে-পুতে লক্ষ্মীলাভ হবে আপনার।

শ্রীহরির দাক্ষিণ্যে অভিভূত হইয়া লোকটা ছুটিয়া চলিয়া গেল পাড়ার ভিতর। সংবাদটা সে প্রত্যেকের ঘরে প্রচার করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলি যেমন শ্রীহরির দাক্ষিণ্যে অভিভূত হইয়া গেল, শ্রীহরিও তেমনি অভিভূত হইয়া গেল ইহাদের কৃতজ্ঞতার সরল অকপট গদগদ প্রকাশে। এক মুহূর্তে ওই সামান্য দানের ভারে মানুষগুলি পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া শ্রীহরির মনে হইল—যে-অপরাধ সে গত রাত্রে করিয়াছে, সে অপরাধ যেন উহাদেরই ওই কৃতজ্ঞতায় সজল চোখের অশ্রু-প্রবাহে উহারা ধুইয়া মুছিয়া দিতে চাহিতেছে। ভাবাবেগে শ্রীহরিরও

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল,—যাস, সব যাস। চাল-খড়-ধান নিয়ে আসবি।

অনেকখানি লঘু পবিত্র চিত্ত লইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিবার পথেও সে অনেক কল্পনা করিল।

গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে লোকের কষ্টের আর অবধি থাকে না। পানীয় জলের জন্য মেয়েদের ওই নদীর ঘাট পর্যন্ত যাইতে হয়। যাহারা ইজ্জতের জন্য যায় না তাহারা খায় পচা পুকুরের দুর্গন্ধময় কাদা-ঘোলা জল। এবার একটা কুয়া সে কাটাইয়া দিবে।

গ্রামের পাঠশালার আসবাবের জন্য সেবার লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাতে পাঁচটা টাকাও সংগৃহীত হয় নাই; সে পঞ্চাশ টাকা পাঠশালার আসবাবের জন্য দান করিবে।

আরও অনেক কিছু। গ্রামের পথটা কাঁকর ঢালিয়া পাকা করিয়া দিবে। চণ্ডীমণ্ডপটার মাটির মেঝেটা বাঁধাইয়া দিবে, সিমেণ্ট-করা মেঝের উপর খুদিয়া লিখিয়া দিবে—শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীহরি ঘোষ। যেমন কঙ্কণার চণ্ডীতলায় মার্বেল-বাঁধানো বারান্দার মেঝের উপর সাদা মার্বেলের মধ্যে কালো হরফে লেখা আছে কঙ্কণার বাবুদের নাম।

সে কল্পনা করে, অতঃপর গ্রামের লোক সসম্ভ্রমে সকৃতজ্ঞচিত্তে মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া নমস্কার করিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

আজ নূতন একটা অভিজ্ঞতা লাভের ফলে শ্রীহরির অন্তরে এক নূতন মন কোন্ অজ্ঞাত-নিক্ষিপ্ত বীজের অঙ্কুর-শীর্ষের মত মাথা ঠেলিয়া জাগিয়া উঠিল। কল্পনা করিতে করিতে সে গ্রামের মাঠে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আসিয়াই দেখিল, বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে ওই দরিদ্রের দলটি নিতান্ত অপরাধীর মত। আর তাহার মা নির্মম কটু ভাষায় গালিগালাজ করিতেছে। শুধু ওই হতভাগ্য-দিগকেই নয়—শ্রীহরির উপরেও গালিগালাজ বর্ষণ করিতে মায়ের কার্পণ্য ছিল না। ক্রুদ্ধচিত্তেই সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। মা তাহাকে দেখিয়া দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিয়া গালি-গালাজ আরম্ভ করিল—'ওরে ও হতচ্ছাড়া বাঁশবুকো, বলি দাতাকর্ণ-সেন হলি কবে থেকে? ওই যে পঙ্গপাল এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে তুই ডেকে এনেছিস—'

শ্রীহরির নম্র-প্রকৃতির একটা অতি নিষ্ঠুর ভঙ্গি আছে; তখন সে চীৎকার করে না, নীরবে ভয়াবহ মুখভঙ্গি লইয়া অতি স্থিরভাবে মানুষকে বা পশুকে

নির্যাতন করে—যেমন শীতের স্বচ্ছ জল মানুষের হাত-পা হিম করিয়া অসাইয়া দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে! সেই ভঙ্গিতে সে অগ্রসর হইয়া আসিতেই তাহার মা দ্রুতপদে খিড়কির দরজা দিয়া পলাইয়া গেল!

শ্রীহরি নিজেই নীরবে প্রত্যেককে চাল দিয়া বলিল—খড় আর ধান কাল নিবি সব। সর্বশেষে বলিল—মায়ের কথায় তোরা কিছু মনে করিস না যেন, বুঝলি?

তাহার পায়ের ধুলা লইয়া একজন বলিল,—আজ্ঞে দেখেন দেখি, তাই কি পারি? তারপর রহস্য করিয়া ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়েই সাধ্যমত বুদ্ধি খরচ করিয়া সে বলিল,—মা আমাদের ক্ষ্যাপা মা গো! রাগলে আর রক্ষে নাই।

শ্রীহরি উত্তর দিল না। সে আপন মনেই চিন্তা করিতেছিল ওই মা হারামজাদীই কিছু করিতে দিবে না। তাহার আজিকার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে এত টাকা খরচ করিলে ওই হারামজাদী নিশ্চয়ই একটা বীভৎস কাণ্ড করিয়া তুলিবে! আজ পর্যন্ত বড় কাঠের সিন্দুকটার চাবী ওই বেটী বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে! টাকা বাহির করিতে গেলেই বিপদ বাধিবে। টাকার জন্য অবশ্য কোন ভাবনা নাই; কয়েকটা বড় খাতকের কাছে সুদ আদায় করিলেই ওই কাজ কয়টা হইয়া যাইবে।

হ্যাঁ, তাই সে করিবে।

আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি যেন বটবৃক্ষের অতিক্ষুদ্র একটি বীজকণার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সেই এক কণার মধ্যেই লুকাইয়া আছে এক বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার প্রারম্ভেই শ্রীহরি যেন তাহার এতকালের বদ্ধ-অন্ধকার দুর্গন্ধময় জীবন-সৌধের প্রতিটি কক্ষে—দেহের প্রতিটি গ্রন্থিতে—প্রতিটি সন্ধিতে এক বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করিতেছে। সৌধখানি বোধ হয় ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে।

দশ

ভূপাল চৌকীদার ইউনিয়ন বোর্ডের মোহর-দেওয়া একখানা নোটিশ হাতে করিয়া চলিয়াছিল, আগে-আগে ডুগ-ডুগ শব্দে ঢোল বাজাইয়া চলিতেছিল পাতু।

'এক সপ্তাহের মধ্যে আষাঢ়, আশ্বিন—দুই কিস্তির বাকী ট্যাক্স আদায় না দিলে জরিমানা সমেত দেড়গুণ ট্যাক্স অস্থাবর ক্রোক করিয়া আদায় করা হইবেক।'

জগন ডাক্তার একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

—কি? কি? 'কি করা হইবেক'?

ভূপাল সভয়ে হাতের নোটিশখানি আগাইয়া দিয়া বলিল—আজ্ঞে, এই দেখেন কেনে!

জগন কঠিন দৃষ্টিতে ভূপালের দিকে চাহিয়া বলিল,—সরকারী উর্দ্দি গায়ে দিয়ে মাথা নোয়াতেও ভুলে গেলি যে!

অপ্রস্তুত হইয়া ভূপাল তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পায়ের ধুলা কপালে মুখে লইয়া বলিল, আজ্ঞে দেখেন দেখি, তাই ভোলে! আপনকারাই আমাদের মা-বাপ!

পাতু বলিল—নিচ্চয়!

জগন নোটিশখানা দেখিয়া একেবারে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এয়াকি নাকি? এ সব কি পৈত্রিক জমিদারী পেয়েছ সব! লোকের মাঠের ধান মাঠে রইল, বাবুরা একেবারে অস্থাবরের নোটিশ বার করে দিলেন! মানুষকে উৎখাত করে ট্যাক্স আদায় করতে বলেছে গবর্ণমেণ্ট? আজই দরখাস্ত করব আমি।

ভূপাল হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা চাকর, আমাদিগে যেমন বলেছে তেমনি—

—তোদের দোষ কি? তোরা কি করবি? তোরা ঢোল দিয়ে যা।

পাতু ঢোলটায় গোটাকয়েক কাঠির আঘাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে ডাক্তার বাবু, 'লবান্ন' হবে বাইশে তারিখ।

—নবান্ন? বাইশে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর সব লোককে বল গিয়ে! গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি নবান্ন করব—আমার যে দিন খুসী।

পাতু আর কোন উত্তর না দিয়া পথে অগ্রসর হইল। ডাক্তার ক্রুদ্ধ গাম্ভীর্যে থমথমে মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—এই পেতো, শোন!

—আজ্ঞে! পাতু ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

জগন বলিল—চলে যা চ্ছিস যে?

পাতু আবার বলল—আজ্ঞে?

ডাক্তার এবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—

—সেদিন দরখাস্তে টিপ-সই দিতে এলি না যে বড়? খুব বড়লোক হয়েছিস, না? শহরে গিয়ে বাড়ী করবি, এ গাঁয়েই আর থাকবি না শুনছি!

বিরক্তিতে পাতুর ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া দরখাস্তখানা বাহির করিয়া আনিয়া সস্নেহে শাসনের সুরে বলিল—দে, টিপছাপ দে! তোর জন্তেই আমি ছাড়ি নাই দরখাস্ত।

পাতু এবার বিনা আপত্তিতেই টিপছাপ দিল! সেদিন যে সে আসে নাই, সমস্ত দিনটাই গ্রামত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া জংসন শহর পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে—সে সমস্তই সাময়িক একটা উত্তেজনার বশে। আজও যে সে মুহূর্ত-পূর্বে ডাক্তারের কথায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছে—সেও ডাক্তারের কথার কটুত্বের জন্য। নতুবা সাহায্য বা ভিক্ষা লইতে তাহার আপত্তি নাই। গভীর কৃতজ্ঞতার সহিতই সে টিপছাপ দিল। টিপছাপ দিয়া বুড়া আঙুলের কালি মাথায় মুছিতে মুছিতে কৃতজ্ঞভাবে আবার হাসিয়া বলিল,—ডাক্তারবাবুর মতন গরীবগুর্বোর উপকার কেউ করে না।

ডাক্তারের জুতার ধূলা আঙুলের ডগায় লইয়া তাহা ঠোঁটে ও মাথায় বুলাইয়া লইল। ভূপাল চৌকিদারেও তাহার অনুসরণ করিল।

ডাক্তার ইহারই মধ্যে কিছু যেন চিন্তা করিতেছিল, চিন্তা-শেষে বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—দাঁড়া! আরও একটা টিপছাপ দিয়ে যা।

- আজ্ঞে? পাতু সভয়ে প্রশ্ন করিল। অর্থাৎ, আবার টিপছাপ কেন? টিপছাপকে ইহাদের বড় ভয়।

—এই ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে একটা দরখাস্ত দোব! তোদের ঘর পুড়ে গিয়েছে, চাষীদের ধান এখনও মাঠে, এই অসময় অস্থাবরের নোটিশ, এ কি মগের মুলুক নাকি?

এবার ভয়ে পাতুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইউনিয়ন-বোর্ডের হাকিমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত! সে ভূপাল চৌকিদারের দিকে চাহিল—ভূপালও বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে! ডাক্তার তাগিদ দিয়া বলিল—দে, টিপছাপ দে!

—আজ্ঞে না মশায়। উ আমি দিতে লারব! পাতু এবার হন হন করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল। পিছনে পিছনে ভূপাল পলাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভূপাল ভাবিতেছিল—খবরটা আবার 'পেসিডেন' বাবুকে গিয়া দিতে হইবে। নহিলে হয়ত সন্দেহ আসিবে—তাহারও ইহার সহিত যোগসাজশ আছে।

ডাক্তার ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়নপর পাতু ও ভূপালের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে ফাটিয়া পড়িল—হারামজাদার জাত,